১৯৮০ সালের রেফার্ড-প্রাপ্তদের উপায় কি?

১৯৮০ ইং সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল ছাত্র ছাত্রী ডিগ্রী পরীক্ষায় রেফার্ড পাইয়াছেন, তাহাদের ভাগ্যে যে কি দুর্দশা তাহা বলার অবকাশ রাখে না। ১৯৭৯ ইং সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলের পরপরই রেফার্ড পরীক্ষা নেওয়া হইত এবং পরবর্তী বৎসরের ডিগ্রী পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই রেফার্ডের ফলাফল ঘোষণা করা হইত। ফলে যাহারা অকৃতকার্য হইতেন তাহারা পরবর্তী বৎসর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৮০ ইং সাল হইতেই উক্ত নিয়ম বাতিল করিয়া নূতন নিয়ম করা হইয়াছে। এই নিয়মে ১৯৮০ ইং সালে যাহারা রেফার্ড পাইয়াছেন তাহাদের আর ঐ বৎসর উক্ত পরীক্ষা দেওয়ার ভাগ্য হয় নাই। পরীক্ষাটি পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৮১ ইং সালের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলাফল অদ্যাবধি ঘোষণা করা হয় নাই। ফলে উক্ত রেফার্ড-প্রাপ্তরা দুই বৎসর সময় হারাইতেছেন। এদিকে অনেকের বয়স সরকারী চাকুরীর নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রম করিতেছে। তাহাছাড়া ১৯৮২ ইং সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য নূতন সিলেবাস নির্ধারিত হইয়াছে। কাজেই উক্ত রেফার্ড পরীক্ষায় যাহারা অকৃতকার্য হইবেন তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ১১টি বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার মত ধৈর্য থাকিবে না। এমনকি অনেকের আর্থিক সঙ্গতিও নাই।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, ১৯৮০ ইং সালের রেফার্ডপ্রাপ্তদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করা হউক এবং যাঁহারা উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবেন তাহাদের জন্য পুরাতন সিলেবাস অনুযায়ী শুধু একটি বিষয়ে পরবর্তী বৎসর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক।

—মোঃ নজরুল ইসলাম খান,
টিএণ্ড টি কলেজ; মতিঝিল, ঢাকা।